ভোরের কাগজ

MAY 09 2002

তারিখ ...
পৃঃ 77 কলাম 2

চট্টগ্রামে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে প্রবীণ শিক্ষকরা

নকলরোধে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি চাই শিক্ষকদের ধমক দিয়ে লাভ নেই

চট্টগ্রাম থেকে শাহেদ সিদ্দিকী : 'চট্টগ্রামে নকলমুক্ত পরীক্ষা' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় প্রবীণ শিক্ষকরা বলেছেন, শিক্ষার মান এবং ব্যবস্থাপনার উন্নতি না করে নকল দমনের জন্য শিক্ষকদের ধমক দিয়ে লাভ কি? তারা বলেছেন, নকল প্রতিরোধের জন্য রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি থাকা দরকার। শিক্ষকদের এ বক্তব্যের জবাবে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন বলেছেন, আগামী এইচএসসি পরীক্ষা হবে পরীক্ষার মতো। গত এসএসসিতেও হয়নি। আগামীতে বোর্ডের পরীক্ষা কার্যক্রমে কোনো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা হবে না। জাতিকে বাঁচাতে নকলমুক্ত পরীক্ষা হতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেল চালুর প্রস্তাব আমরা সরকারকে দিয়েছি. তাদের মান উন্নয়নে যা যা করার সব করবো। কিন্তু এর বিনিময়ে নকলমুক্ত পরীক্ষা চাই।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড গতকাল সকালে স্থানীয় মুসলিম হলে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সেখানে বৃহত্তর চট্টগ্রামের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষক এবং জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারসহ সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান রণজিৎ কুমার ধর। সেখানে নকল প্রতিরোধের ওপর একটি প্রবন্ধ উত্থাপন করেন চট্টগ্রাম সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হাবিব উল্লাহ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক বলেন, '৭২ থেকে নকল প্রবণতা শুরু হয়েছে। এটি এখন মহোৎসবে পরিণত হয়েছে। অবশ্য আমরা গত এসএসসি থেকে এটা অনেকটা বন্ধ করেছি। কিন্তু নকলের ওপরতো শিক্ষা ব্যবস্থা বা জাতি চলতে পারে না। কিছুদিন পর দেখা যাবে আমলা, শিক্ষক দেশে নেই। আমদানি করতে হচ্ছে। এভাবে তো দেশ চলে না। আর শিক্ষাকে টার্গেট করতে পারলে সন্ত্রাস, দুর্নীতি থেকে দেশ মুক্ত হতে পারে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ রেখেও শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে সরকারের ভয় হয়। কারণ টাকা দিয়ে আমরা সন্ত্রাসী বানাচ্ছি। অন্যদিকে, শিক্ষার জন্য যতো ব্যয়, ততো ফলাবর্তন নেই। তিনি উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, কুমিল্লার গৌরিপুর কলেজে গত বছর পাস করেছে মাত্র ৩১ জন ছাত্রছাত্রী, অথচ তাদের জন্য সরকারের ব্যয় হচ্ছে ৭০ লাখ টাকা। এভাবে তো শিক্ষা খাত চলতে পারে না। তিনি নকল ধরার প্রধান দায়িত্ব শিক্ষকদের উল্লেখ করে বলেন, কেন্দ্রে নকল প্রবণতার ব্যাপারে কোনো শিক্ষককে ক্ষমা করা হবে না। গত এসএসসি পরীক্ষায় ২৫০ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আগামীতেও নেওয়া হবে। অপর দিকে নকল প্রতিরোধে সাহসী শিক্ষকদের পুরস্কৃত করা হবে।

অনুষ্ঠানে ইস্পাহানী স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষা হাসিনা জাকারিয়া বলেন, শিক্ষার মান ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি থাকলে নকল হয় না। তবে শিক্ষার মান উন্নয়নে ছাত্র-শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক থাকা দরকার।

পাহাড়তলী কলেজের অধ্যক্ষ নূরুল ইসলাম সিদ্দিকী বলেছেন, শিক্ষকদের ধমক দিয়েও তো গত পরীক্ষায় নকল বন্ধ হয়নি। জনসংখ্যা অনুযায়ী স্কুল করুন। রাজনৈতিক ক্যান্টনমেন্ট বানাতে এলাকায় এলাকায় স্কুল-কলেজ করে লাভ নেই।

চট্টগ্রাম কলেজ অধ্যক্ষা শামসুন্নাহার আলী বলেছেন, আমি সাতকানিয়া কলেজে থাকাকালে দেখেছি, শিক্ষকরা ক্লাস নিতেন না। শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস নিলে নকল কমে যায়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাহফুজ উল্লাহ বলেছেন, শিক্ষকদের সামাজিক এবং আর্থিক মর্যাদা না বাড়ালে শিক্ষার মান বাড়বে না। সেখানে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার শীর্ষ কর্মকর্তারা এবারও নকল প্রতিরোধের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।